দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 8 ... 1999 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6 ......

55

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম

মোঃ আবদুর রহিম ॥ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে, পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি মানা হচ্ছে না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ কলেজ শিক্ষক-প্রশাসকগণ মাধ্যমিক শিক্ষায়, ক্যাডার পদে নন-ক্যাডারদের নিয়োগদান অব্যাহত রেখে বিরাট অংকের টু-পাইস কামাচ্ছেন বলে অভিযোগে জানা গেছে। নিয়োগবিধি লংঘন করে গত ২ বছর যাবত এ অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিনিয়রিটি থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত পদোন্নতি না দেয়ার কারণে গত ২ বছরে সরকারী স্কুলের কোন সহকারী শিক্ষকের পদোন্নতি হয়নি। অন্যদিকে স্ববেতনে উচ্চ পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে সমানে। যে কারণে বহু শিক্ষককে নিয়মিত পদোন্নতি না পেয়েই অবসর নিতে হচ্ছে। উচ্চ স্কেল ছাড়া বছরের পর বছর স্ববেতনে উচ্চ পদে চাকরি করার কারণে তারা উচ্চ স্কেল ও ফিডার পদের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নিয়োগবিধি লংঘন করে মাধ্যমিক শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কলেজ শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। উপ-পরিচালক মাধ্যমিক, উপ-পরিচালক খুলনা আঞ্চলিক ও সহকারী পরিচালক মাধ্যমিক-৪ পদে যথাক্রমে জনাব অলিউর রহমান, জনাব নূরুল ইসলাম ও জনাব আজীজুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা সকলেই কলেজের শিক্ষক। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষায় পিএইচডিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফিডার পদে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও গত প্রায় ২ বছর যাবত তাকে নিয়মিত পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জনাব নজরুল ইসলামের নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি ১৯৯২ সালে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফিডার পদে অভিজ্ঞ রংপুরের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক জনাব রেজাউল করিমকে মহাপরিচালক, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক জনাব আবদুর রাজ্জাককে পরিচালক এবং সিলেটের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ডঃ সৈয়দ আহম্মেদকে উপ-পরিচালক নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ উল্লেখিত নিয়োগ অবিলম্বে করা অপরিহার্য।